অপরাজিতা

তানিয়া রহমান

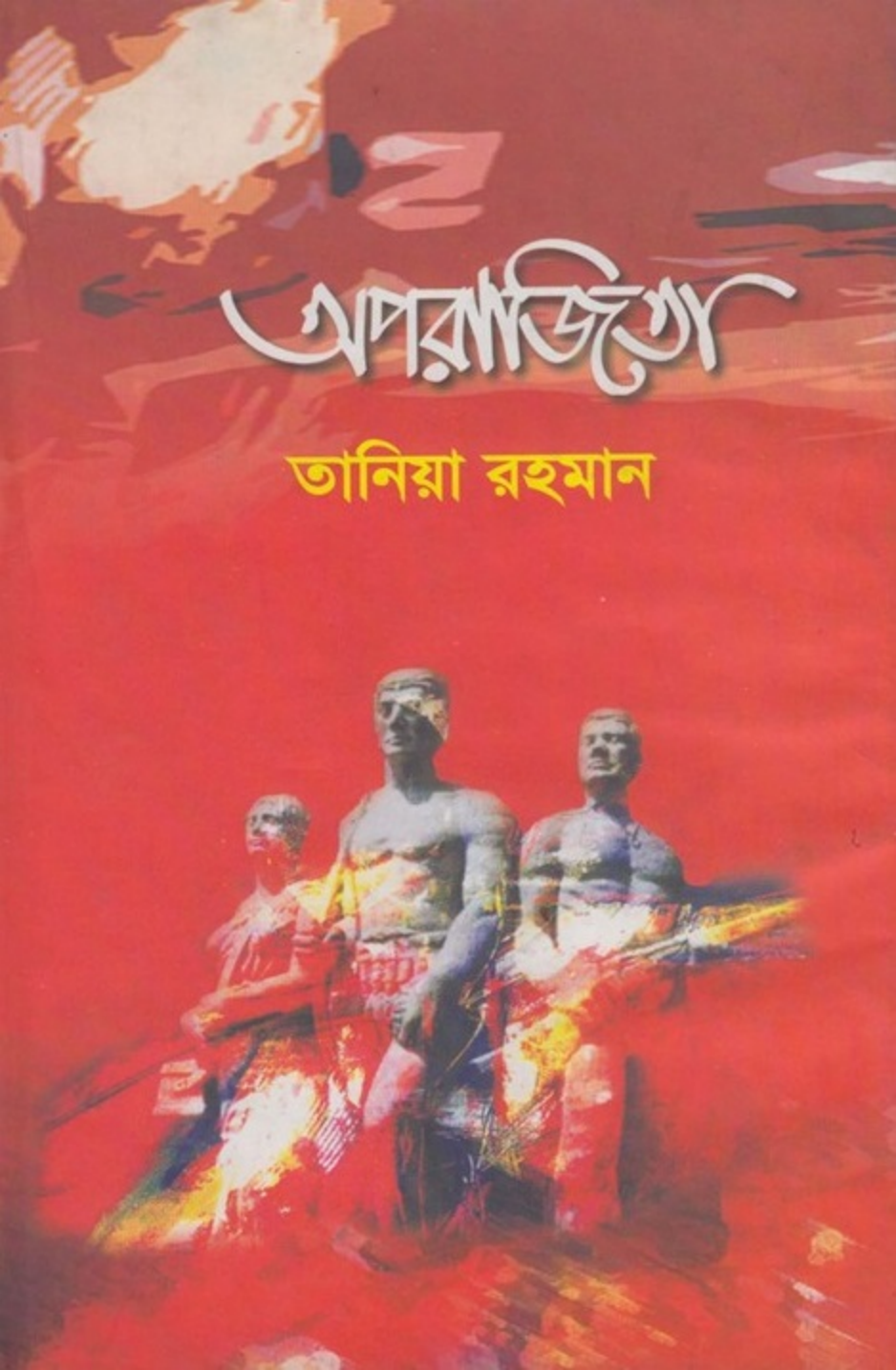

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু মহান
সৃষ্টিকর্তার নামে শুরু করছি।

www.pathagar.com

অপরাজিতা

তানিয়া রহমান তনি

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

অপরাজিতা

তানিয়া রহমান তনি

প্রকাশক

এস.এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ. ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

একুশে বই মেলা' ২০১০

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্সঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

ডিজাইন

আল মারুফ

সুপারকম রিলেশন

গোরহঙ্গা মসজিদ কমপ্লেক্স, (দ্বিতীয় তলা)

গোরহঙ্গা, রাজশাহী।

মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

OPARAJITA: TANIA RHAMAN TONI, Published by S.M. Raisuddin (Director Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 125, Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000. PABX : 9569201/9571364, Dhaka, Bangladesh.

Price Tk. 80.00, US$ 3, ISBN 984-70241-0009-0

www.pathagar.com

আমার স্নেহময়ী 'আম্মু'
মিসেস আঞ্জুমান আরা ছন্দা
ও
সবুজ মনের 'আব্বু'
মোঃ আতাউর রহমান
এবং
তরুণ সমাজকে
উৎসর্গ করলাম।

www.pathagar.com

অধিক হারে গাছ লাগান
পরিবেশ রক্ষা করুন।

গাছ লাগানো ও বাঁচানো ছাদকায়ে জারিয়া।'

www.pathagar.com

কবির কথা

"অপরাজিতা" আমার দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতার বই। আমার প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই "নবযাত্রা"। নবযাত্রার পাঠক সমাজের উৎসাহ উদ্দীপনায় আমাকে দ্বিতীয় বই "অপরাজিতা" প্রকাশে অনুপ্রাণিত করেছে।

সুন্দর মনের আম্মু তাঁর গৃহ কাজের অবসরে আমাকে কবিতা লেখার উৎসাহ, অনুপ্রেরনা যুগিয়েছেন। আমার আব্বু বন বিভাগে চাকুরী করেন বিধায় সবুজ মনের আব্বুর সঙ্গে থেকে লেখাপড়া করা সম্ভব না হওয়া সত্ত্বেও তিঁনি এই বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। আব্বুর শিক্ষক যিঁনি আমার শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী আলহাজ্ব প্রফেসর মোঃ শাহজাহান, অধ্যক্ষ (অবঃ) আমার এই বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি আমর পরম শ্রদ্ধেয় বড় আব্বু জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, হেলথ ইন্সপেক্টর (অবঃ) তিঁনি আমার এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে সূচনা লগ্ন হতে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁর নিকট চির কৃতজ্ঞ। আল্লাহ পাকের দরবারে আমি তাঁর সুস্থ সবল শরীর ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আমি পড়াশুনার পাশা পাশি অবসর সময় টুকু নষ্ট না করে এই ক্ষুদ্র পরিসরের জ্ঞান টুকুকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি মাত্র।

বইটিতে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। সুহৃদয় পাঠকবৃন্দ ভুলগুলি ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব এবং বইটি প্রকাশে যাঁরা সহযোগীতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

- তানিয়া রহমান তনি

দ্বাদশ শ্রেণী
বিজ্ঞান বিভাগ
নওগাঁ সরকারী কলেজ
নওগাঁ।

পিতাঃ মোঃ আতাউর রহমান (বি.কম)
রেঞ্জ অফিসার
বেতছড়া রেঞ্জ
বান্দরবান বন বিভাগ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাণী

তানিয়ার দ্বিতীয় প্রকাশিত বই "অপরাজিতার" প্রতিটি কবিতাতেই বৈচিত্র্যপূর্ণ ছন্দ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তার প্রতিটি কবিতায় খচিত আছে তারুন্যের আমেজ। এই বইয়ে রচিত 'মাদক কে বল না' কবিতাটি যথাযথ সময়োপযোগী। আজ কাল তরুণ সমাজের কাছে প্রেম একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেল ফোনে সারাদিনে এস,এম, এস পাঠানো এবং ইন্টারনেটে চ্যাট করতে করতে তারা নিজেরাই ভুলে গেছে যে তাদের একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। যে সময়টা তারা লেখা-পড়ার কাজে, জন কল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় করতে পারত। সে সময়টা তারা অহেতুক আড্ডা দিয়ে নষ্ট করছে। তারা নিজের অজান্তেই নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলছে অন্ধকারের অতল গহ্বরে 'প্রেম মানে কি' কবিতায় মূলত তরুণ সমাজের এই করুণ পরিনতির কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

আমি চাই দেশের তরুণ তরুণীরা যেন অহেতুক আড্ডার বেড়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে পড়া শুনার পাশাপাশি অবসর সময় টুকু নষ্ট না করে তানিয়ার রচিত 'ছাত্র জীবন' কবিতার অনুকরণে আমাদের আলোকিত সমাজ উপহার দেয়।

আমি এই বইটির ব্যাপক প্রচার সহ তানিয়ার ভবিষ্যৎ জীবনের উরোত্তর উজ্জ্বল সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর মোঃ শরিফুল ইসলাম খান
অধ্যক্ষ
নওগাঁ সরকারী কলেজ, নওগাঁ।

www.pathagar.com

বাণী

কবি তানিয়া রহমান তনী এর 'অপরাজিতা' কবিতার বইখানি পড়লাম। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে যে অনুভূতিগুলো কবিকে উন্মুলিত করেছে তারই ছন্দোবদ্ধ বহিপ্রকাশ ঘটেছে তার কবিতায়।

আজকের দিনে অনেকের পক্ষে আত্মপ্রকাশের জন্য গদ্য লেখাই যখন কঠিন তখন এই কবি অবলীলায় তার অনুভবকে চমৎকার রূপ দিয়েছে তার কবিতায়।

জীবনের শুরুর দিকের কবিতার বই হিসেবে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তদুপরি কবিতাগুলো স্বতঃস্ফূর্ত বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। কবি কবিতার ভুবনে সগৌরবে এগিয়ে চলুক, সেই কামনা করি।

প্রফেসর গোলাম কবির
বিভাগীয় প্রধান (প্রাক্তন)
নওগাঁ সরকারী কলেজ, নওগাঁ।

www.pathagar.com

বাণী

স্নেহের তানিয়ার 'অপরাজিতা' দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতার বইটি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংনীয় প্রয়াস। এই বইয়ের বিশেষ কয়েকটি কবিতার কথা না বললেই নয়। 'ছাত্র জীবন' কবিতায় ছাত্র ছাত্রীদের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত সেটা তুলে ধরা হয়েছে। 'আদর্শ শিক্ষক' কবিতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শিক্ষকের মর্যাদা সম্পর্কে। 'গড্ডালিকা প্রবাহ' কবিতায় প্রতিটি মানুষকে অন্যের অনুকরন না করে আত্ম নির্ভরশীল হওয়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই বইটির প্রধান আকর্ষণ 'নারী' এবং শীর্ষক 'অপরাজিতা'কবিতা দুটির মাধ্যমে অসহায় নারীদের নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

তানিয়ার প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই 'নবযাত্রা' পাঠক সমাজে বহুল আলোচিত ও সমাদৃত হয়েছে এবং 'অপরাজিতা' কাব্য গ্রন্থটিও পাঠক সমাজে প্রশংসার দাবীদার হবে বলে আমি মনে করি। আমি তানিয়ার উত্তরোত্তর জীবনের সাফল্য সহ কাব্য প্রতিভার দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

প্রফেসর মোঃ শাহজাহান
আহমদপুর, রাজশাহী-৬১০০।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ নবীন-প্রবীন কবি-লেখকের রচিত গল্প-কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতিতে সমন্বয় আনয়নের মাধ্যমে পাঠক সমাজের নিকট উপহার দিচ্ছে কাব্য-কবিতা। একই সাথে কবি লেখকদের সর্বদাই উৎসাহ জোগায় সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে। তেমনি তরুন কবি তানিয়া রহমান তনি আমাদের সুজলা- সুফলা এই দেশের বন- বাদাড়, গ্রাম, মাঠ, অবলা-সরলা নারীর জীবন বৈচিত্র, সামাজিক সুন্দর জীবনের কথা, চারিত্রিক মাধুর্য্য বিকাশ, শিক্ষা ও শিক্ষকের দিক নির্দেশনার ইতিকথার বিষয় এই অপরাজিতা কবিতায় এক সমীরণ একে তুলে ধরেছে সাবলিল ভাষা ও মাধুর্য্যতা দিয়ে তার কবিতায়। তার কবিতা পড়ে ছন্দে দোলাবে পাঠকের হৃদয় গ্রাহে। কবি ছাত্র-জীবনে পড়াশুনার অবসরে সময়কে কাজে লাগিয়ে কবিতা পিপাসু পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছে একগুচ্ছ কবিতা। এই কবির পদ্য হাতে পেয়ে পাঠক উপকৃত হলে সোসাইটির প্রকাশনা সার্থক হবে নিঃসন্দেহে।

(এস এম রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)

www.pathagar.com

সূচীপত্র

পাহাড় কন্যা	১৫
যখন সন্ধ্যা নামে	১৮
নারী	১৯
বসন্তের ছোঁয়া	২৫
সেরা ছেলে	২৬
মনটা তখন মন থাকে না	২৮
অপরাজিতা	৩০
বিনয় বামন	৩৩
সত্য- মিথ্যা	৩৯
শ্রাবন বেলায়	৪২
আদর্শ শিক্ষক	৪৪
ছাত্র জীবন	৪৫
বসন্ত বিলাপ	৪৭
লীলা-খেলা	৪৯
প্রেম মানে কি?	৫১
মাদক কে বল 'না'	৫৮
গড্ডলিকা প্রবাহ	৫৯
রোদেলা দুপুর	৬৩
অনুসন্ধান	৬৫
চুড়িওয়ালা	৬৬
ভয় ও জয়	৬৯
বিয়ে বাড়ি	৭১
সখী	৭৫
বৃষ্টি বিলাসী	৭৭
ভবের পাগল	৭৯
তোমার জন্মদিন	৮০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

(১)

পাহাড় কন্যা

এসেছি আজি পাহাড়ের দেশে
সুন্দরের পথ বাহী,
সমীরের তালে, ঝরণার সুরে
পাহাড়ের গান গাহি।
মেঘ বালিকা পাহাড়ের বুঝি
ললাট দিয়েছে চুমে,
দোহাতে মধুর স্বপন বুনিছে
জোছনায় নিশি ঘুমে।
গিরিখাদ যেন মৃত্যুর সম!
পাহাড়ের হৃদিধামে,
নির্ঝরিনী সুধা ঢালে আর
পাহাড়ের বুকে নামে।
এশুধু জল নয়, আজি -
অমৃত কর পান,
তব প্রাণে আজ, নব সুখ লাগি
কর অনুসন্ধান।
মোর মনেরই চুপকথাগুলো
রূপকথা বুঝি আঁকে,
মোহিনী রূপের হাতছানি দিয়ে
পাহাড় কন্যা ডাকে!
ওকি অপরূপ রূপ তব

www.pathagar.com

পাহাড় কন্যা ওগো,
আনন্দেরই তুফান তুলে
মোর প্রাণে আজ জাগো।
বহিয়া চলিছে নদী, ওহে সুন্দরী
তোমারি বুক চিরে,
আপন মনের স্বপন ভেলা
ভাসায়েছি তার নীরে।
আবেগের আজ বেড়ে গেছে বেগ
নয়নে জেগেছে মোহ,
যতদূর চাহি, তোমারেই দেখি
সবুজের সমারোহ।
ওকি পাখির কূজন! ওকি
মলয়ের মধুধ্বনি,
করেছ মোরে বিমল, তুমি
প্রাণের সঞ্জীবনী।
'নীলাচল' দিয়ে পাহাড় কন্যা
আপনার বুক ঢাকে,
মোহিনী রূপের হাতছানি দিয়ে
পাহাড় কন্যা ডাকে!
বনফুল নাচে, নাচে কিশলয়
সমীরের তালে- তালে,
মধুপ করে ফুলমধু পান
উড়ে চলে ডালে-ডালে।

www.pathagar.com

সুন্দরী তুমি অঙ্গে-অঙ্গে
জড়ায়েছ তৃণরাখি,
মাঝে মাঝে এসে কুয়াশা তোমারে
অবগুণ্ঠনে দেয় ঢাকি
গোধূলি বেলায় তোমার ললাট
তপন আবিরে সাজে,
ঝাউয়ের শাখায় মাতাল হাওয়ায়
নিশীথের বাঁশি বাজে।
হারিয়েছি আমি আপনারে আজ
বসন্ত জাগ্রত বনে,
পরভৃত গান গাহে আজ
মধুস্বরে আনমনে।
বসন্তেরই লভিতে পরশ
এসেছি এ বৈশাখে,
মোহিনী রূপের হাতছানি দিয়ে
পাহাড় কন্যা ডাকে।

মন্তব্যঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ০৬/০৫/০৯ইং
এখানে 'পাহাড় কন্যা' বলতে বান্দরবান'কে বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

(২)

যখন সন্ধ্যা নামে

দিবস-রাতির ঘটিছে মিলন
পাখিরা ফিরিছে নীড়ে,
অংশুমালী পড়িছে গলিয়া-
সুজলা নদীর তীরে।
যতদূর চাহি হেরিনু কেবল
সোনার বরণ বিভা,
মোর দু'চোখে পরশিল কেবা-
স্বপনের সম আভা।
জপিছে সবে রবের নাম
স্মরিছে হৃদয়ঙ্গমে
যখন সন্ধ্যা নামে ॥
হাওয়ায় হাওয়ায় পুলকিত করি
ভূ-লোক উঠিছে মাতি,
দিকে দিকে শুধু ঠিকরি পড়িছে
সন্ধ্যা তারার জ্যোতি।
শশধর তার রূপালী আলোয়
হাসিতেছে সবখানে,
অপ্সরা বুঝি ধূলোয় নেমেছে
লীলা-নৃত্যের গানে।
অজানা এক সুরবীথি যেন
বাজিছে এ হৃদিধামে-

www.pathagar.com

যখন সন্ধ্যা নামে ॥
ধিকি-ধিকি করে সকল তারা
তারা ফুল হয়ে ফোটে,
লজ্জাবতী সন্ধ্যা মালতী
চমকি-চমকি উঠে।
সন্ধ্যা তুমি মায়ার কাজল
উদাসী কবির চোখে,
সন্ধ্যা তুমি নিশার চাদর-
নীলাভ অসীম বুকে।
চারিদিকে শুধু নির্জনতা
কোলাহল যায় থেমে-
যখন সন্ধ্যা নামে ॥

মন্তব্যঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ২৬/১০/৭৭ইং

(৩)

নারী

কন্যা যখন জন্ম নেয়
গরীবেরই ঘরে,
হয়না কোন আয়োজন
সেই শিশুটির তরে।
পুত্র হলে মহাখুশি
এটাই ওদের প্রথা,
পুত্র নাকি ভাগ্য ফেরায়

www.pathagar.com

বলে নানান কথা।
ছেলে যখন স্কুলে যায়
কন্যা বাসন মাজে,
কাটে তাহার সারাবেলা
ঘরকন্নার কাজে।
বড় হলেই মেয়ে হয়ে যায়
পরিবারের বোঝা,
তলে-তলে তাহার লাগি
চলে পাত্র খোঁজা।
ঘটক বলে মেয়ের বাবাকে,
"মেয়ে তো তোমার কালো,
পণ যদিও একটু বেশি
ছেলেটা খুব ভালো।"
পণ দিয়ে সে মেয়ের জামাতা
নিল যেন কিনে,
জর্জরিত হল বাবা
হাজার টাকার ঋণে।
বেশ কিছুদিন শ্বশুর বাড়ি
থাকল ভালই কনে,
সাজায় তনু বাবার দেয়া
পণের আভরণে।
শাশুড়ি কয়, "সৌদি আরব-
যাবে তোমার স্বামী,

www.pathagar.com

কাজ করে সে আনবে টাকা,
গয়না দামী-দামী।
বিদেশেতে যাওয়ার তরে
লাগবে আরও পণ,
একমাত্র ছেলে আমার
হীরে-মাণিক-ধন।"
কনের বাবা পণের টাকা
পারে না দিতে আর,
করে তারা বধূর উপর
ভীষণ অত্যাচার।
শাশুড়ির কথা বুকে
বিঁধে শেলের মত,
পলে-পলে গৃহ বধূ
হয় নির্যাতিত।
আর কতকাল নারীর গায়ে
ঢালবি কেরোসিন?
সর্পসম নরের তরে
বাজাব মরণ বীণ!
আর কতকাল দেবে পুরুষ
সীতা বিসর্জন?
হায় অবলা বিয়ের লাগি
দিসনে ওদের পণ।
"পণ দেব না, পণ নেব না"

www.pathagar.com

উচ্চস্বরে বলো,
ঘরে-ঘরে নারীরা সব
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো।
তুমি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল,
'আলো হাতে নারী;
তুমি মাদার তেরেসা, যে-
সেবার ব্রতধারী।
তোমার মাঝে খুঁজে বেড়াই
যীশুর মেরী মা'কে;
তোমার মাঝেই দেখেছি তো
বেগম রোকেয়াকে।
মেয়েরা যখন দেয়না সাড়া
বখাটেদের প্রেমে,
জীবনেতে কালো আঁধার
আসে তাদের নেমে।
আর কতকাল পড়বে এসিড
ফুলের মত মুখে?
প্রতিশোধের বর্শা এনে
হানব নরের বুকে।
কিছু পুরুষ মিথ্যা মোহের
স্বর্গে করে বাস,
প্রেমের ফাঁদে ফেলে করে
নারীর সর্বনাশ।

www.pathagar.com

মাখে নারী নিজের গায়ে
কলঙ্কেরই কালি,
বাঁচে পুরুষ, হয় নারী তার-
কুলের চোখের বালি।
হতাশা আর বিরহেতে
কাটে নারীর রাতি,
পুরুষ তখন জলসা ঘরে
করে নাতা-মাতি।
আর কতকাল সিলিং ফ্যানে
ঝুলবে ফাঁসির দড়ি?
কত মায়ের নেত্র দু'টি
উঠবে জলে ভরি!
প্রতিবাদের কামান দিয়ে
করব ওদের গুলি,
ধর্ষক ঐ কাপুরুষের
উড়িয়ে দেব খুলি।
নারী কি তোর জলসা ঘরের
ভোগের উপাদান?
কোকিল কণ্ঠে শুনবি আজি
অগ্নিবীণার গান!
আদায় করে লও হে নারী
নিজের অধিকার,
ছিনিয়ে নেবো বিজয় মুকুট

www.pathagar.com

মানব না তো হার।
নারী তুমি প্রীতিলতা,
নাচোলেরই রাণী,
তোমার বচন লালন করুক
খনার সত্য বাণী।
নারী তুমি বীরাঙ্গনা-
সখিনা, রাজিয়া;
শত্রু সনে লড়াই কর
পুরুষ সাজিয়া।
আর কতকাল প্রবাসেতে
পাচার হবে নারী?
বেড়েই চলে আর্তনাদ আর
করুণ আহাজারি।
নারী তোদের কন্যাসম,
নারী তোদের জায়া,
আতুর ঘরে পেয়েছিলি
নারীর আঁচল ছায়া।
শোনরে অধম কান পেতে শোন
নারীই তোদের মাতা,
নারী তোদের ভগ্নিসম
তুই যে ওদের ভ্রাতা ॥

মন্তব্যঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ০১/০৬/০৯ইং

www.pathagar.com

(৪)

বসন্তের ছোঁয়া

বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে আজি
বনে-বনে, প্রাণে-প্রাণে
মলয়ের ধ্বনি মেতেছে যেন,
কোকিলের কুহু তানে।
বন-বনানী শোভাশালিনী
হাজারো রঙের ফুলে,
বিছিয়েছে বেলা রঙিন চাদর
শিমুল তরুর তলে।
পলাশ কুঞ্জ সেজেছে আজি
নব আভরণে, নিজ মনে
শাখায়-শাখায় এসেছে মুকুল
মধুর আমের বনে।
নাচিছে কিশলয় নব নিক্বণে
দখিনা পবন সুরে,
গুঞ্জরিয়া উঠিছে ভ্রমর
বন-বীথি পানে উড়ে।
ফুলে-ফুলে মধু করিছে পান
এই না ঋতু রাজে,
খোলা প্রান্তরে আত্মহারা-
মলয়ের বাঁশি বাজে।
বসন্ত প্রাণ করেছে হরণ,

www.pathagar.com

উদাসী যেন সবে,
পুলকে ভূ-লোক মেতেছে আজি
বাসন্তী কলরবে ॥

মন্তব্যঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ১৫/০২/০৭ইং

(৫)

সেরা ছেলে

মনে কর, এক সুদূর গাঁয়ে
থাকে একটা ছেলে,
এমন সরল-সুশীল বালক
কোথাও কি আর মেলে?
সে যে মায়ের চোখের মনি,
হীরে, মানিক ধন,
চোখের আড়াল হতে তারে
দেয় না অনুক্ষণ।
লেখা-পড়ায় এই ছেলেটি
সেরা গাঁয়ের মাঝে,
তেমনি পটু খেলা- ধূলায়,
কথায় এবং কাজে।
কখনও সে ছুটে বেড়ায়
ধানের ক্ষেতে দূরে;
মা বলে তার, 'হারিয়ে যাবি-

www.pathagar.com

যাসনে অচিনপুরে।'
পুকুর ঘাটে কাটে সাঁতার,
যায় সে আমের বনে;
রাখাল ছেলের সঙ্গে বাঁশি
বাজায় উদাস মনে।
মাঝে-মাঝে নদীর তীরে
অবাক চোখে চায়,
ভাসিয়ে তরী কত মাঝি-
কত দেশে যায়!
কখনও বা খেয়ার মাঝির
ভাটিয়ালি গানে-
মনটা তার যায় হারিয়ে
অচিন দেশের পানে।
দূর্বা ঘাসে এলিয়ে তনু
আকাশ পানে চায়,
কখনও সে শিমুল তলে-
নাচে, গান গায়।
এই ছেলেকে নিয়ে মায়ের ছিলো স্বপ্ন-ঘেরা,
পিতৃহারা এই ছেলেটিই
আজকে সবার সেরা ॥

মন্তব্যঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ১১/০৭/০৭ইং
বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর মাসিক 'শিশু' পত্রিকায় প্রকাশিত।
[বর্ষঃ ৩০; সংখ্যাঃ ১২; ভাদ্র-আশ্বিন ১৪১৪; সেপ্টেম্বর ২০০৭]

www.pathagar.com

(৬)

মনটা তখন মন থাকে না

মনটা আমার যায় হারিয়ে
অদূর দিগন্তরে,
দিঠিবিহীন পথিক হয়ে
গানের সুরে-সুরে।
কখনও বা বাউলা মন
পাগলা হওয়ায় মাতে,
অজ্ঞাতসারে নীহার কাব্য
রচিছে শারদ প্রাতে।
মাঝে মাঝে যেন ইন্দুর লাগি
নেচে ওঠে মন মম,
তারি পানে শুধু চেয়ে-চেয়ে থাকি
অতন্দ্রিতার সম।
অঞ্চলখানি মেলে ধরে যেন
লভে নেই তার আলো,
তাই দিয়ে মুছি সকল অশুচি
ঘুচাই মনের কালো।
কখনও বা মন কুঞ্জবনে
কুঞ্চিত এলোকেশে-
কুন্তল হতে কুঞ্জলতা
বারে-বারে যায় খসে।

www.pathagar.com

বর্ষণ সুরে হর্ষে ময়ূর
নাচিছে পেখম মেলে,
স্রোতস্বিনীর জলধারা তাই-
ছল-ছল করে খেলে।
কখনও বা মন যায় ভেসে ঐ
পাহাড়ী ঝর্ণার জলে,
পলে-পলে যেন বিহঙ্গী মন
উড়িছে আকাশ নীলে।
মাঝে-মাঝে যবে বিজলী মেয়ে
গর্জে ওঠে নভে-
মেঘদূত এসে হাতছানি দেয়
প্রলয়ের অনুভবে।
সজীব ধরা হয়ে যায় যেন
ভুজঙ্গিনীর ফণা-
মনটা তখন মন থাকে না
হয়ে যায় আনমনা ॥

মন্তব্যঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ০৩/১২/০৭ ইং

www.pathagar.com

(৭)

অপরাজিতা

অপরাজিতা-
সে আমার অতি পরিচিতা,
যখন তারে প্রথম দেখেছি
তখন সে সপ্তদশী।
তার রূপের কথা
নাহি কব আজি,
পাছে মরম বীণায়
দুঃখ উঠিবে বাজি।
শুধু আমি আজ
একটি কথায় বলতে পারি;
আমার চোখে সে এক
বীরাঙ্গনা নারী !
কোন কালের এক
নরপশুর বাহু
চূর্ণ করে তাহার হৃদয়
হয়ে শনির রাহু!
হারিয়ে যখন যাচ্ছিল সে
কালের করাল গ্রাসে,
আমি তখন বন্ধু হয়ে
দাঁড়ায়েছি তার পাশে।

www.pathagar.com

বলেছি তারে, "দুঃখকে হায়-
কেন কর এত ভয়?
দুঃখ যেন ডরায় তোমায়
তোমারই হোক জয়।
নিজেই তুমি অপরাজিতা
যার পরাজয় নাই,
নিত্য আমি তোমার নামে
স্তুতি গীত গাই।"
হতাশা আর বিষণ্নতা
নাহি মানায় তারে,
তুমি হবে আশার প্রদীপ
দুখের অন্ধকারে।
জানি আমি, তুমি তো নও
দশটা নারীর মত,
শোকের ছায়ায় কাটছে যাদের
প্রহর শত-শত।
আত্মশক্তি আছে তব
আছে যে বল মনে,
পাষাণ ধরায় তুমি নাহি
ভঙ্গ দেবে রণে।
নরপশু, যেজন তোমায়
দিয়েছে আবিলতা,

www.pathagar.com

বজ্রকণ্ঠে শোনাও তারে
প্রতিবাদের কথা।
পরিচয় তব মানুষ শুধু,
ভুলে যাও তুমি নারী;
নও তুমি আজ কারও প্রেমের-
গানের সঞ্চারী।
নও তুমি আজ চাঁদের আলো.
নহে শিশির কণা,
আমার চোখে এখন তুমি
শুধুই বীরাঙ্গনা।
অবগুণ্ঠন তব ঘুচে ফেল আজ
লজ্জাকে দূর কর;
কোমল প্রাণে পাথর দিয়ে
কঠিন প্রাসাদ গড়।
বিশ্বজগত বলছে তোমায়-
"নও তুমি নিরূপায়,
তুমি হবে সমুজ্জ্বল
আপন মহিমায় ॥"

মন্তব্যঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ২৩/০৭/০৯ইং
এখানে 'অপরাজিতা' ছদ্মনামের আড়ালে এক প্রতিবাদী নারী
চরিত্রের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

(৮)

বিনয় বামন

এক যে আছে বিনয়-বামন
রূপক বাবুর ছেলে,
সরষে হাটি মোড়ের পাশে
তাহার দেখা মেলে।
মায়ের নাম ঐশিকা তার
অনু তাহার দিদি,
সখীর সম ভগ্নি তাহার
গুরুর প্রতিনিধি।
বুক ফুলিয়ে বাইক চেপে
বিনয় বামন ঘোরে,
তানপুরাতে গান ধরে সে
কাক ঢাকা রোজ ভোরে।
পড়া-লেখায় যেমন- তেমন
ভাবে ষোল আনা,
ভঙ্গিমা তার এমন যেন
সব কিছু তার জানা।
আপনারে ভাবে যেন
মনো বিজ্ঞানী,
কার্নেগীরই নকল করে
লেখে হাজার বাণী।
ভাবে বামন তাহার মত

www.pathagar.com

গায়ক হয় না আর,
মান্না দে আর হেমন্তেরই
ধারে না তো ধার।
লাগিয়ে কালি কালো জুতায়
যায় সে কলেজ প্রাতে,
হাজার রকম রূপচর্চা
চলে তারি সাথে।
কলেজ যেন তাহার কাছে
গোল পার্কের মত,
এম. পি. ফোর এ গান শোনে আর
ঘোরে অবিরত।
ঠিকমত সে ক্লাস করে না
দেয় যে পড়ায় ফাঁকি,
স্যারের চোখে চোখ পড়িলে
সরায়ে নেয় আঁখি।
সেখান থেকে দ্রুত বেগে।
অন্যখানে যায়,
মনের সুখে গল্প করে
মেহগনির ছায়।
প্রাণের সখা একজন তার
সখীর পাল্লা ভারী,
এখন আমি এই বামনের
ভাঙ্গব হাটে হাঁড়ি।

www.pathagar.com

ফুচকা খাওয়ায় প্রাণ সখীদের,
ক্যান্টিনেতে বসে,
মজাতে চায় তাদের পরাণ
নিজের কথার রসে।
বলে কত কৌতুক আর
নতুন-নতুন ছড়া,
যেমন-তেমন মজা তাতে
নোংরামিতে ভরা।
প্রাণ সখীদের জন্মদিনে
পাঠায় উপহার,
ন্যাকামোতে এই বামনের
জুড়ি মেলা ভার !
সুযোগ পেলেই সেলফোনেতে
তোলে মেয়েদের ছবি,
ছন্দবিহীন কাব্য লিখে
বামন সাজে কবি।
নিজের সখার কুৎসা করে
ভরায় সখীর কান,
বলে, "ব্যাটা সাধুর মতন
করে থাকে ভান।
ও আসলে বড়ই খারাপ
সুবিধার সে নয়,
মিশনা তার সাথে বেশি

www.pathagar.com

লাগে আমার ভয়।
ঝোপ বুঝে সে কোপ মারে আর
করে সবার ক্ষতি,
ও আসলে বড়ই লোভী
চালাক ব্যাটা অতি।"
নেয় সখীরা তাহার কথা
মেনে সরল মনে,
বামন বিনা যায় না তারা
অন্য কারও সনে।
প্রাণ সখীর গলাতে মন
মিথ্যা বলে তাকে,
বলে, " আমার একটা কাকা
অস্ট্রেলিয়ায় থাকে।
কাকা আমার হিন্দু আর
কাকী মুসলমান,
দোহার প্রাণে বেজেছিল
প্রণয় বীণার গান।
ধর্ম বিরোধ তাঁদের প্রেমে
দেয়নি কোন বাধা,
কাকা আমার কৃষ্ণবরণ
কাকী যেন রাধা।"
ফোনে বামন কথা বলে
বসে পড়ার ঘরে,

www.pathagar.com

ই-মেইল আর মেসেজ পাঠায়
সারাটাদিন ধরে।
তবু যেন প্রাণের সখীর
মন একটু গলে,
বলে কত মিথ্যা বামন
নানান কথার ছলে।
সন্ধ্যে হলেই ছোটে বামন
পুরোহিতের কাছে,
শুধায় তারে, "সাধু বাবা-
ভাগ্যে কি মোর আছে ?"
সারাটা দিন বসে নিজের
কোষ্ঠী যাচাই করে,
করে কত তাবিজ-কবজ
প্রাণ সখীর তরে।
একদিন সে মস্ত বড়
পট্টি লাগায় হাতে,
কাচ দিয়ে সে আঘাত নাকি
করেছিল রাতে।
বলে বামন, "বিরহেতে-
হাত কেটেছি আজি,
সখীর লাগি পরাণ আমার
রাখব সদা বাজি।
না পেলে মোর প্রাণ সখীরে

www.pathagar.com

দেব গলায় দড়ি,
ভুবন মাঝে তখন আমার
থামবে প্রাণের তরী।"
পরে তাহার প্রাণের সখা
দেয় করে সব ফাঁস,
ইহা নাকি কাপুরুষের
প্রেমের পূর্বাভাস!
বিনয় বামন নিজের বাহু
কাটেনি সেই রাতে,
ইচ্ছে করেই মিছেমিছি
পট্টিলাগায় তাতে।
তবু যেন প্রাণ সখীর
মনটা নরম হয়,
ইহা ছিল ভালবাসার
মিথ্যা অভিনয়।
সুযোগ বুঝে সখীর গায়ে
কলঙ্ক দেয় মেখে,
নিজের দোষ রাখে বামন
সযতনে ঢেকে।
এসব কথা শোনে যখন
বামনেরই মা,
বলে, "আমার বাবু এমন
করতেই পারে না।"

www.pathagar.com

বামনেরই বাপের কথায়
অবাক হয়ে যাই,
এধরাতে তাহার নাকি
কোন কাকাই নাই !
শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকিতে
পারবে বামন কভু ?
তাহার সকল কু-কাজ গুলো
দেখেছে তো প্রভু।
বিনয় বামন এ জীবনে
করেছে অনেক পাপ !
বিধাতা তাই বারে-বারে
দিবেন অভিশাপ ॥

মন্তব্যঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ২৫/০৫/০৯ইং
এখানে 'বিনয়' ছদ্মনামের আড়ালে এক ধরনের ঘৃণ্য চরিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে।

(৯)

সত্য-মিথ্যা

কেমন করে সত্যকে তুই
ঢাকবি ওরে বল ?
আপনা হতেই প্রকাশিবে
যতই করিস ছল।
মিথ্যা দিয়ে গড়িস পাহাড়,
করিস বাড়াবাড়ি,

www.pathagar.com

সত্য সবে জানবে যবে
করবি আহাজারি।
মিথ্যারই তোর মন্দাকিনী
বহিস তাতে তরী,
মাঝ দরিয়ায় পৌঁছে হঠাৎ
হাল দিবি তুই ছাড়ি।
পাবি না হায় কূল-কিনারা
ভাসবি অগাধ জলে,
মিথ্যা যে তোর হারাবে প্রাণ
সহস্র কল্লোলে।
হাঁটবি যখন দূর্বাঘাসে
বসবি তরুর ছায়ে,
সত্য এসে কাঁটার মতন
বিঁধবে তোরই পায়ে।
চরণ তখন রাঙাবে তোর
আবির সম রুধির,
লাজে অলীক হারাবে বাক্
হয়ে যাবে বধির।
মিথ্যা ভরা মদিরা তুই
পান করে পেলি সুখ,
সত্য তবে বিষের মতন
জ্বালাবে তোর বুক।
মিথ্যা তোর ঐ গানের বাণী-
মিথ্যা কলরব,

www.pathagar.com

সত্য এসে অনল হয়ে
পোড়াবে তোর সব।
মিথ্যাই তোর ঢাল-তলোয়ার
মিথ্যা চোখে, মুখে
সত্য এসে ছুরির মতন
হানবে তোরই বুকে।
মিথ্যা তোরই ফুল বাগিচা
মিথ্যা ছড়াস প্রাণে,
প্রকাশিবে সত্য তবে
অনন্ত সুঘ্রাণে।
মিথ্যা যে তোর প্রাণের প্রাসাদ
জানে না তা কেহ,
সত্য বাণী সর্প হয়ে-
দংশিবে তোর দেহ।
মিথ্যা দিয়ে নামাস বাদল
সত্য হবে ঝড়,
দিকে-দিকে গোপন কথা
বলবে অনর্গল।
মিথ্যা হল মৃত্যু সম
সত্য জীবন তবে,
সত্য নাহি থাকে ঢাকা
জেনে রাখ সবে॥

মন্তব্য ঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ২৩/১২/০৮ইং

www.pathagar.com

(১০)

শ্রাবণ বেলায়

শ্রাবণের এক অলস দুপুরে
আছি শুয়ে নিজ ঘরে,
কত সুখের-দুখের কথা
শুধুই মনে পড়ে।
দোলে কেবল মুহুর্মুহু
পর্দা বাতায়নে,
দেখি আমি রঙের মেলা
নীল নভ অঙ্গনে।
কেইবা বুঝি মেতেছে আজ
রং বাহারি খেলায়,
কারবা প্রানে ধ্বনিছে সুর
এমন শ্রাবণ বেলায় ?
রাঙিয়ে চরণ কোন সে ধনি
নাচছে নীলাভ বুকে ?
কমলা, ধূসর, হলুদ দিয়ে
সাজে মনের সুখে।
তারি বুঝি খানিক আভা
হাতছানি দেয় মোরে,
চিত্তখানি পড়ল বাঁধা
রামধনুকের ডোরে।
সেই রঙেরই বিন্দু দিয়ে

www.pathagar.com

আঁকি ললাট খানি,
পরশিল চুপি-চুপি
যেন দু'টি পাণি।
হঠাৎ করে মাতাল সমীর
চুমে দিল তনু,
তারি সনে ভাসব মেঘে
চড়ে ইন্দ্রধনু!
মঞ্জীরেতে রিমিঝিমি
তাল ফেলে কে যায়?
অনিমেষ আঁখি দু'টি
সেদিক পানেই চায়।
অসীম গগন যায়রে ছেয়ে
পাংশু মেঘের ভাবে,
রঙ্গ খেলা- রঙ্গ লীলা
ছোঁয় না কেন তারে?
শ্রাবণ মেঘের হাজারো রঙ
জান কি তা সবে?
তোমার হিয়া ওঠে দুলে
সুখের অনুভবে।
দুঃখ যখন দেয়রে হানা
তোমার মনের মেঘে,
তখন তুমি ওঠো কেঁদে
প্রাণের আবেগে।

www.pathagar.com

এমনি করেই যায় যে কেটে
নিত্য শ্রাবণ বেলা,
দুঃখ ভুলে সুখ খোঁজ হায়-
ভাসিয়ে স্বপন ভেলা ॥

মন্তব্য ঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ০৮/০৮/০৮ই।

(১১)

আদর্শ শিক্ষক

শিক্ষক তুমি মহাগুরু,
আলোর দিশারী
দিয়েছ মোদের শিক্ষা-
তুমি দিয়েছ হাতে খড়ি।
জ্বালিয়ে দিয়েছ জ্ঞানের প্রদীপ
আমাদের মাঝে তুমি,
দিয়েছ মোদের নীতির শিক্ষা
করেছ অগ্রগামী।
জ্ঞান সিন্ধুতে করেছি গাহন-
পাইনি যখন কূল,
এসেছ তুমি নাবিক হয়ে,
জ্ঞান দিয়েছ নির্ভুল।
বিনা লাভে তুমি শিখিয়েছ পাঠ
বটের ছায়ায় বসি,
কত অনাথের নাথ হয়ে তুমি
ধরিয়েছ হাতে মসি।

www.pathagar.com

তুমি থাক সদা অটল;
কত মরীচিকার হাজার প্রলোভনে,
আদর্শ হতে হওনি কভু
বিচ্যুত অনুক্ষণে।
কর তুমি মোদের কতনা স্নেহ
দেখ সমান চোখে,
তোমার আদর্শের গুনকীর্তন-
আজ সবার মুখে-মুখে।
শিক্ষক তুমি সবার সেরা
সবার মাঝে মহান,
আমরা সবাই তোমার পূজারী,
তোমারই সন্তান ॥

মন্তব্য ঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ০২/০৯/০৭ইং।

(১২)

ছাত্রজীবন

অবিরত তুমি অধ্যয়নে
সারাদিন-সারাবেলা,
কেহ বা আবার গল্পে মজিয়া
করিছে নিছক খেলা।
সময়ের স্রোত বাধা দেবে কে ?
সময় চলিয়া যায়,
পৌছিবে কেহ স্বর্ণ সোপানে
তুমি হবে নিরূপায়।

www.pathagar.com

বাছা, সময় যে চলে যায় ॥
আবেগ, মোহ, রঙ-তামাশা
তোমার জন্য নয়,
তুমি জাতির কর্ণধার
তোমারই হোক জয়।
সততা আর আদর্শতে
গড় জীবন তব,
দুখী জনের দুঃখ মনে
কর অনুভব।
বন্ধু হয়ে দাঁড়াও তুমি
অসহায়ের পাশে,
রাঙিয়ে দাও তাদের জীবন
দীপ্ত জয়োল্লাসে।
তব মাঝে উদারতা
থাকনা বিরাজমান,
মরম বীণায় বাজুক কেবল
সফলতার গান।
চরিত্রকে তুমি সদা
কলুষমুক্ত রাখ,
কুচিন্তার রেখা মনে
নাহি যেন আঁক।
বিশ্বজয়ী হও গো তুমি
পরিশ্রমের দ্বারা,

www.pathagar.com

তুমি হবে জ্ঞানব্রতী
সবার নয়ন তারা।
সবার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
থাকে যেন মনে,
হাদীস বলে, "চীন দেশে যাও-
জ্ঞানের অন্বেষণে।"
জীবনেতে ব্যর্থ হলে
ছেড় না তবু হাল,
অধ্যবসায় করবে তোমার
ব্যর্থতা বানচাল।
লেখা-পড়া কর, সদা-
একটি কথায় জপ,
মনে রেখ, "ছাত্র নং-
অধ্যয় নং তপঃ ॥"

মন্তব্যঃ কবিতাটি রচনার সময়কার ১৬/০৭/০৯ইং

(১৩)

বসন্ত বিলাপ

আজি বসন্ত আসিয়া কহে-
দাও হে বিদায় মোরে,
মোর কথা স্মরিবে কি-
কভু ঘুমঘোরে ?
যবে তুমি ছিলে একা

www.pathagar.com

মুখ খানি মেঘে ঢাকা,
চোখ দুটো ভাষাহীন,
বুকখানি দুখে মাখা।
এসে আমি সুখ হয়ে,
রূপ-রস-মধু লয়ে,
তব ধরা দিলেম সাজি
ফুল-ফল হয়ে।
তখন গ্রীষ্ম কয়-
এলে তুমি ধরাতে
সৌরভ ছড়াতে
কেমনে ভুলি বল তব মাধুরী ?
ফিরে-ফিরে আস তুমি
ধরণীর বুক চুমি,
বনে-বনে জেগে ওঠে ফুলের কুঁড়ি।
ছিল সবই প্রেমহীন ;
মলয়ের বাজে বীন,
নেচে ওঠে তনু-মন কুসুম ঘ্রাণে।
এসো তুমি বারে-বারে
নব রূপে অভিসারে,
সুধা ঢেলে দাও এই তৃষাতুর প্রাণে ॥

মন্তব্য ঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ১৩/০৪/০৮ইং।

www.pathagar.com

(১৪)

লীলা-খেলা

ডাকি তারে যেই নামে
খোদা, ভগবান
তুমি শুধু একজনই;
জগতে মহান।
ঈশ্বর বলো তারে,
বলো তারে বিভু,
তিনি এক আল্লাহ্
সকলের প্রভু।
খেলে যাও কত লীলা
এই সংসারে,
তোমারেই স্মরি যেন
আমি বারে-বারে।
আসে সুখ জীবনে
আসে কত দুখ,
হাহাকার করে প্রাণ
ফেটে যায় বুক।
জীবনের দরিয়ায়-
ভাঙে কত কূল,
করিয়াছি কত পাপ
করিয়াছি ভুল।
তারি লাগি চাহি ক্ষমা
রাতে নিরিবিলে,
কি করিলে বল প্রভু

www.pathagar.com

তব দেখা মিলে ?
কি সে হয় মঙ্গল
জান তুমি ভাল,
কি করে যে ঘুচাব
কালিমার কালো ?
করে দাও দেহ-মন
হে প্রভু, বিমল
দেহ মোরে শক্তি,
দেহ মনোবল।
টুটে যাক, লুটে যাক
আবেগের বেগ,
জমে আছে মনে মোর
শ্রাবণের মেঘ।
তারি লাগি কাঁদে মন,
কখনও বা হাসে,
দুঃখের বর্ষণে
আঁখি দু'টি ভাসে।
ছুটি তবু বারে-বারে
আলেয়ার পানে,
কেন মোর পদদু'টি
চোরাবালি টানে ?
দেখ তুমি কিঙ্করে।
পরখ করে,
তারি লাগি দাও প্রাণ
দুখেতে ভরে।

www.pathagar.com

তবু তোমা ভুলিনি তো
জপি তব নামে,
আছ প্রভু মনে মোর,
আছ হৃদিধামে।
নাহি দিলে বেদনা
এই কিঙ্করে,
হতো তব কোন ক্ষতি
আমার তরে ?
তুমি কোথা আছ প্রভু
আর কোথা আমি !
তুচ্ছ এ প্রাণ মোর
তব অনুগামী।
বিলিয়ে দাও সুখ
সকলের তরে,
ভেসে যাক সব দুখ
নদী-নির্ঝরে ॥

মন্তব্য ঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ১৬/০৪/০৯ইং।

(১৫)

প্রেম মানে কি ?

করছ সবে প্রেমের খেলা
জান কি প্রেমের মানে ?
প্রেম মানে কি নিত্য চাওয়া
দোহার মুখের পানে ?

www.pathagar.com

প্রেম মানে কি প্রণয়িনীর
হাতের পরশ পাওয়া ?
প্রেম মানে কি সখীর বাড়ি
নিত্য আসা-যাওয়া ?
সখার লাগি গভীর রাতে
লুকিয়ে লিখা চিঠি ?
খাম থাকে না সেই চিঠিটার,
থাকে না তার দিঠি।
প্রেম মানে কি কাব্যে লিখা
সখীর কালো চুল ?
ভালবাসা দিবসের ঐ
একটি গোলাপ ফুল !
প্রেম মানে কি কলেজ মাঠে
নিত্য ঘোরা ঘুরি
প্রেম মানে কি কাপুরুষের
মিথ্যা বাহাদুরি ?
কানের ভেতর ঝুলিয়ে রাখা
হেড ফোনের ঐ তার ?
নিত্য নতুন সখার দেওয়া
দামী উপহার।
প্রেম মানে কি মুঠোফোনে
নিত্য আলাপন ?
ভীতি মনে, বাড়ির লোকে
দেখে ফেলে কখন !

www.pathagar.com

প্রেম মানে কি সেল ফোনেতে
নিত্য ফ্লেক্সিলোড ?
মেসেজেতে টাইপ করা
ভালবাসার কোড।
প্রেম মানে কি মেক-আপ দিয়ে
রাঙা সখীর মুখ ?
শার্টেরই ঐ বোতাম খোলা
সখার নগ্ন বুক।
প্রেম মানে কি মায়াবী চোখ
সানগ্লাসেতে ঢাকা ?
সখীর কানের ঝুমকো দুল আর
অক্ষি কাজল আঁকা।
প্রেম মানে কি সখার ঠোঁটের
রঙিন সিগারেট ?
ব্যাগের ভেতর লুকিয়ে রাখা
সিডির নতুন ক্যাসেট।
প্রেম মানে কি বাইপাসেতে
বাইক চেপে চলা ?
পার্কে বসে ন্যাকামি আর
মিষ্টি কথা বলা।
প্রেম মানে কি দেয়ালেতে
লেখা সখীর নাম ?
তাদের নিয়ে লোকে গীবত
করেছে অবিরাম।

www.pathagar.com

প্রেম মানে কি ক্যান্টিনেতে
বসে ফুচকা খাওয়া ?
রাখিতে মান সখীর কাছে-
নিত্য যে ধার চাওয়া।
প্রেম মানে কি শিল্প কলায়
এক সাথে গান শেখা ?
হলে বসে সখীর সাথে
'মনপুরা' ফিল্ম দেখা।
প্রেম মানে কি ই-মেইলে
পাঠানো ঐ ছবি ?
ছন্দবিহীন কাব্য লিখে
সবাই ওরা কবি !
প্রেম মানে কি বলিউডের
জমকালো গান শোনা ?
দিনের বেলায় ছাদে বসে
রাতের তারা গোনা।
প্রাইভেটেরই নাম করে হায়-
ঘুরে সখা-সখী,
প্রেম মানে কি বাসায় ফিরে
মায়ের বকাবকি ?
প্রেম মানে কি কফি হাউস,
ফুড প্যালেসে বসা ?
প্রেম মানে কি পকেট মানির
নিত্য মরণ দশা ?

www.pathagar.com

প্রেম মানে কি সবার থেকে
ভিন্ন পথে চলা ?
প্রাণ সখীর মন গলাতে
মিথ্যা কথা বলা।
প্রেম মানে কি ভালবাসার
মিথ্যা অভিনয় ?
নিত্য রাতে স্বপ্নে দেখা
মধুর পরিণয়।
প্রেম মানে কি সখীর মনের
গোপন সন্দেহ ?
তাহার মনের এসব ভীতি
জানেনা তো কেহ।
প্রেম মানে কি সখার তরে
নিঃস্ব হবে ধনি ?
সখা তাহার করবে হরণ
প্রাণ সুধার খনি।
প্রেম মানে কি সখার দেয়া
আবিলতার কালি ?
প্রেম মানে কি কলঙ্কিনী
কুলের চোখের বালি?
সখার লাগি সখীর মনের
চাপা অভিমান ?
প্রেমাঘাতে সখার পরাণ
যায় হয়ে খান-খান।
প্রেম মানে কি প্রতারণা,

www.pathagar.com

ছলনারি খেলা ?
সখার উপর গোপন রাগে
কাটে সখীর বেলা।
সখার মনের গোপন ঘরে
করুণ হাহাকার,
বেড়েই চলে প্রতিটিক্ষণ
বিষ ব্যথার ভার।
প্রেম মানে কি হতাশা আর।
বিরহেতে মরা ?
ছুরি দিয়ে নিজের বাহু
নিজেই জখম করা।
প্রেম মানেকি কোমল হাতের
বিমল রক্তপাত ?
দুঃখেরই ঐ অশ্রুধারায়
কাটছে তাদের রাত।
প্রেম মানে কি সখীর গায়ে
বৈশাখেরই শাড়ি ?
সখার মাথার বাবরি চুল আর
মুখের খোঁচা দাড়ি।
প্রেম মানে কি দশের মুখে
দোষের কানাকানি ?
নোট বুকেরই পাতায়-পাতায়
লিখা প্রেমের বাণী।
প্রেম মানে কি সখার বুকে
সখীর সবিতা ?

www.pathagar.com

পড়ার ঘরের টেবিলেতে
'শেষের কবিতা'।
প্রেম মানে কি শরৎ বাবু,
প্রেম মানে কি সুনীল ?
তোমাতে আর 'শ্রীকান্ত' তে
খুঁজে বেড়াও মিল।
প্রেম মানে কি সখীরা সব
'দেবদাস' এরই পারু ?
'নষ্ট নীড়'- এর অমলেরই
বৌদি এরা চারু।
প্রেম মানে কি কৃষ্ণ সবাই,
সবাই তোরা রাধা ?
কারে ছেড়ে কারে নিবি
চোখে লাগে ধাঁধা !
প্রেম মানে কি সিলিং ফ্যানে
সুইসাইডের দড়ি ?
সখার সখের হেরোইন আর
ইয়াবার ঐ বড়ি !
প্রেমলীলা কি বৃথা তবে ?
প্রেম কি মরীচিকা ?
প্রেম মানে তো বুকের ভেতর
বিরহেরই শিখা ॥

মন্তব্য ঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ০১/০৪/২০০৯ইং।

www.pathagar.com

(১৬)

মাদককে বল 'না'

নিঃস্ব করিছ আপনারে তুমি
মাদক সেবনে হায়-
তমিস্রার ঐ অথই সাগরে
তব দিন কেটে যায়।
তাদের মাঝে কেহ বা বেকার
বিরহে কেহ বা লীন
হতাশা ওদের নিত্যসঙ্গী
দুঃখ অন্তহীন।
রিপুর তাড়নে, সঙ্গ দোষে
ছুঁয়েছ মাদক যবে,
তরুন সমাজে কালো অভিশাপ
নামিয়া এসেছে ভবে।
সততা তোমার গিয়েছে সেদিন-
মাটির সঙ্গে মিশে,
বিবেক তোমার হারায়েছে প্রাণ
মাদকের মহাবিষে !
কি উপহার দিয়েছে মাদক ?
তোমাদের আজ বলি,
মাদক সাগরে কেন দিলে হায়-
আশার জলাঞ্জলি ?

www.pathagar.com

ছিল অগাধ সম্ভাবনা
তোমার মেহনতে,
তুমি হতে আশার প্রদীপ
সুদূর ভবিষ্যতে।
সবাই মিলে কর প্রতিবাদ
মাদককে বল 'না'
অন্ধকারের পথে কভু
বাড়ায়ো না পা ॥

মন্তব্য ঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ৩১/০৭/০৯ইং।

(১৭)

গড্ডলিকা প্রবাহ

বসে ছিলে একজনে
নদী তীরে আনমনে,
শুনেছিলে গুণিজনে গাহিতে যে গান।
তারই সুর ঢেউ তোলে
তটিনীর কূলে-কূলে,
কোকিলের কুহু তান করে দেয় ম্লান।
ভাব তুমি মনে-মনে
পলে-পলে, ক্ষণে-ক্ষণে
হবে তুমি তার চেয়ে ও গুণীর গুণী।
ফিরে এসে নিজ ঘরে
অক্ষির অগোচরে

www.pathagar.com

তব হাতে তুলে নাও তানপুরা খানি।
ভোর বেলা ধীরে-ধীরে
যাও সেই নদী তীরে,
শুরু কর বেসুরা অজানা রাগিনী।
সেই সুর বারে-বারে
বাধা দেয় তব স্বরে
শুনে বুঝি হেসে ওঠে বিহঙ্গিনী !
গর্জিয়া ওঠো তুমি,
কাঁপে সারা তৃণভূমি.
ছিঁড়ে ফেল সাধের ঐ বীণাটির তার।
তারপর ঘর ছাড়ি
কর শুধু বাড়াবাড়ি,
পাড়ি দাও দূরদেশ, অকূল পাথার।
কোন এক নির্জনে
দেখা হয় কবি সনে,
আপনারে ভুলে সে যে আত্মহারা।
লিখে কতো ছন্দ,
বায়ু মৃদুমন্দ,
কত ফুল, পাখি আর আকাশ-তারা।
অবশেষে ভাব তুমি,
হবে তুমি এক জনই
ছন্দের জাদুকর; সবার সেরা!
একরীম পাতা আনি,

www.pathagar.com

হাতে ধরে মসীখানি,
বস এক তরুতলে ছায়ায় ঘেরা।
চেয়ে থাক বহুদূর
মিঠা-মিঠা রোদ্দুর
পারাবার চুমে বুঝি মেঘবালিকা।
দূরে ঐ পাহাড়ে,
কত না বাহারে-
হাসি-নাচি বনফুল, কুসুমকলিকা।
ঝর্ণার জলধারা
দেখে হও দিশাহারা,
দেখ তুমি দশদিক দু' চোখ ভরে।
নাহি মেলে ছন্দ
চাঁপা ঢালে গন্ধ
কিছু নাহি খুঁজে পাও লিখার তরে।
শত পাতা ছিঁড়ে ফেলে,
নির্জন নিরিবিলে-
ছুঁড়ে ফেল বহুদূর, ঐ মসী খানি।
দেখে এক বাউলেরে-
চল তার পথ ধরে,
এইখানে শেষ হয় কবি কাহিনী।
তব মাথা জটা ধরা,
ঘর ছাড়া, জন হারা,
গলা জুড়ে আছে কত বীজের মালা।

www.pathagar.com

হাতে লয়ে একতারা,
ঘুরি কত গ্রাম-পাড়া
তবু নাহি ভাসে তব গানের ভেলা।
অবশেষে একদিন
যবে তুমি দীন-হীন,
মনে পড়ে সেই গ্রাম, পিতা আর মাতা।
ভাব তুমি গোপনে,
খোঁজ সুখ স্বপনে
মর্মে আজি বাজে যেন কীসের ব্যথা।
ভেবেছিলে গুণী হবে
গানে ঐ কলরবে
ধন্য-ধন্য বলবে লোকে তোমার সভায়।
চেয়েছিলে কবি হতে
ঘুরেছিলে পথে-পথে
মুগ্ধ যেন হয় সবে ছন্দের আভায়।
ধর তুমি যত বেশ
নাহি ত্রুটি এক লেশ,
গুণী হতে লাগে কতো সাধের সাধনা।
কবি হতে লাগে মন,
জানে না তা কোন জন ?
প্রসারিত চোখ আর আনন্দ-বেদনা।
আছে তব যেই গুণ,
খুঁজে নাও সুনিপুন।

www.pathagar.com

কেন তবে মিছেমিছি এত শোকাবহ ?
যারে তুমি দেখ যা
হতে চাও কেন তা ?
এসবই তোমার গড্ডলিকা প্রবাহ ॥

মন্তব্য ঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ০৪/০৫/০৮ইং ।

(১৮)

রোদেলা দুপুর

রোদেলা দুপুর, রোদে ভরপুর
চেয়ে থাকি যত দূরে,
সকলখানে, ভানুর গানে
আগুন বৃষ্টি ঝরে।
পুকুর ধারে, সারে-সারে
হরিৎ তরুর মেলা,
গাছের ছায়ে, আদুল গায়ে
কিশোর করে খেলা।
খানিক দূরে, মধুর সুরে
কিশোরী গায় গান,
কুড়ায় পাতা, কলমি লতা
দোলায় আপন প্রাণ।
বায়ু বয়, মনে হয়
নাচে তরুশাখী,
ঠকঠকালে, নীমের ডালে

www.pathagar.com

কাঠ ঠোকরা পাখি।
কখনও বা নারিকেলের
শাখা মৃদু দোলে,
ভিখারিনী হেঁটে চলে
নিয়ে শিশু কোলে।
বধূরা সব ব্যস্ত কাজে
কত না পদ রাঁধে,
মাঝে-মাঝে গুনগুনিয়ে
ওঠে মনের সাধে।
কেউবা করে কুটা-বাছা
কেউবা নাড়ে ধান,
কেউবা আবার নিজ শিশুরে
করায় বসে স্নান।
মেয়েরা এসে রোদে মেলে
রং বেরং এর শাড়ি,
গামছা দুলায় মনের সুখে
আপন অলক ঝাড়ি।
হঠাৎ করে ফেরিওয়ালা
জোরে হেঁকে ওঠে,
"লাগবে নাকি হাড়ি-পাতিল,
কাঁসার বাটি-ঘটে।"
গিন্নীরা সব কাজ ফেলে যে
যায় সেখানে ছুটে,

www.pathagar.com

কত কথার ভিড়ে সেথায়
গমগমিয়ে উঠে।
হয়তো বা এক চিল উড়ে যায়-
দূর ঐ অসীম পানে,
এসব কিছুই পাবে খুঁজে
ভরদুপুরের গানে ॥

মন্তব্য ঃ কবিতাটি রচনার সময়কার ১৬/০৫/০৮ইং।

(১৯)

অনুসন্ধান

আজি এ অধম খুঁজিছে তোমারে
জগত মাঝারে প্রভু,
আমারি এই দুই নয়ানে
তোমায় কি দেখিব কভু?
জল-স্থল, শূন্য তল
সবেতে আছ যে মিশে,
আছ যে ধূলির প্রতিটি কণায়
বল নাই তুমি কিসে ?
তোমার কথায় সূর্য ওঠে,
অস্ত গেলেই শশী,
বৃষ্টি ঝড়ের লীলা-খেলা,
তারার সুধা হাসি।
ফুলের বক্ষে দিলে মধু,

www.pathagar.com

গন্ধ দিলে ঢালি,
দিলে কত শৈল-গিরি
মরুর ধূসর বালি।
দিয়ে ঋতুর পসরা তুমি
সাজালে এই ধরা,
পাখির কণ্ঠে জাগালে সুর
করলে চিত্ত হরা !
তব কথায় জোয়ার-ভাঁটা,
সকল গ্রহের গতি
জগত মাঝে মহান তুমি,
বিশ্বের অধিপতি ॥

মন্তব্য ঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ২৬/০৯/০৮ইং।

(২০)

চুড়িওয়ালা

বিকেল বেলা সবার যখন
নেই কোন আর কাজ,
বসে-বসে মনের সুখে
করে তখন সাজ।
আয়না নিয়ে কোলের উপর
লাগায় কাজল চোখে,
কতো ঢঙের রং- তামাশা
সব সখীদের মুখে।

www.pathagar.com

কেউবা বসে বাঁধে খোঁপা।
কেহ আবার বেণী,
হঠাৎ যেন কীসের লাগি
করে কানাকানি।
তাদের হাসির মুক্তো ঝরে
জাগে পুলক মনে,
ঢেউ তুলিয়া ধায় যে তাহা
শিউলী ফুলের বনে।
চুড়িওয়ালা আসে সেথা
কতো পাড়া ঘুরি,
হেঁকে ওঠে, "লাগবে নাকি-
রঙিন ফিতে, চুড়ি ?"
একে-এসে সবাই তখন
যায় সেখানে ছুটে,
কতো সাধের আয়নাখানি
যায়রে, ভূ-য়ে লুটে।
বলে তারা, "দেখাও বাপু-
মোদের রেশমী চুড়ি,
রিনিক-ঝিনিক নূপুর দেখাও
থাকবে চরণ জুড়ি।"
কাড়াকাড়ি করে তাহা
গোল হয়ে সব বসে,
কখনই হায় নূপুর খানি

www.pathagar.com

হাত হতে যায় খসে !
কেউবা আবার রেশমী চুড়ি
ঢুকায় আপন হাতে,
কতো মধুর গুনগুনানি
চলে তারই সাথে।
দেখে কতো রঙিন ফিতে,
দেখে গলার মালা,
রূপার বরণ খোঁপার কাঁটা,
কতো কাকন বালা।
হয়ত বা কেউ নিজের কানে
পরায় ঝুমকো দুল,
সব সখীদের দেখাতে তার
হয় না কভু ভুল।
আবার যখন সাধের বিছা
বাঁধে কোমর পাশে,
ক্ষণে-ক্ষণে দোলায় তনু
মনেরই উল্লাসে।
আড়াল হতে নববধূ
দেখেএসব কিছু,
কখনো বা সঙ্গোপনে
নেয় যে তাদের পিছু।
মাঝে-মাঝে দামের তরে
হয় না যখন কেনা,

www.pathagar.com

কেউবা করে দরাদরি,
কেউবা করে দেনা।
যায়রে চলে চুড়িওয়ালা
অদূর পথ ধরি,
আবার হাঁকে,"লাগবে নাকি-
রঙিন ফিতে চুড়ি ?"

মন্তব্য ঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ২৩/০৫/০৮ইং ।

(২১)

ভয় ও জয়

থাকি যেন সদা জীবন পথের
লক্ষ্যে আপনি অটল,
সব ভুলে আজ স্মরিছি তোমারে
এই দুর্বলে দাও বল।
সকল কুয়াশা, সকল দুরাশা
মন হতে দাও মুছে,
গভীর কালিমা, পাপের চিহ্ন
সব কিছু যাক ঘুঁচে।
ছুটি কি বৃথাই মরীচিকার পিছু-
নাকি মরীচিকা মোরে খোঁজে ?
জেনেও জানি না, দেখেও দেখিনা
কজনা আমারে বোঝে !

www.pathagar.com

জগদ্বীশ্বর, তোমার খেলায়
খেলে নাকি সকল বিশ্ব জগত,
পথের মাঝে রয়েছি একেলা
এই পথিকেরে দাও পথ।
হয়ত বা পথ পাই কভু হায়-
তবু কেন থাকি বসে ?
বারে-বারে মন থমকে দাঁড়ায়
কোন সে রাহুর দোষে।
কোন কালের এক অভিশাপ মনে
বারে-বারে দেয় হানা,
সঁপিলাম যারে সবকিছু হায়-
সেই মোরে করে ঘৃণা।
ভাঙ-ভাঙ আজ গভীর তমসা
সামনে এগিয়ে চল,
ছিনিয়ে লব সত্যকে আজ
হারিবে অমঙ্গল।
পরমেশ্বর, আজকে আমার মনে আছে জোর
দুর্জয়ে দাও জয়,
ভেঙেছি সব ত্রাসের পাহাড়
ভয় কর নির্ভয় ॥

মন্তব্য ঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ০৩/১২/০৮ইং।

www.pathagar.com

(২২)

বিয়ে বাড়ি

বিয়ে বাড়ির সবার মাঝে
আনন্দেরই জোয়ার,
হরষেরই দমকা হাওয়ায়
খোলে খুশির দুয়ার।
নাচে-গানে মাতে সবাই,
রাঙে তারা ফাগে
লাজুক কনের মন ছুঁয়ে যায়-
মধুর অনুরাগে।
মাখায় তারে হলুদ সবে,
বসে তারে ঘিরে
হাতে লাগায় মেহেদী তার,
মালা পরায় শিরে।
ফুল-কলিরই হাতের চুড়ি,
তারি গলার মালা,
মঞ্জরীরই কানের দুল,
তাতেই সাজায় ডালা।
ললনারা সাজে সবাই
পরে হলুদ শাড়ি,
মনোলোভা আল্পনাতে
রাঙায় কনের বাড়ি।
বানায় কতো মন্ডা-মিঠাই,
পায়েশ-ক্ষীর রাঁধে,

www.pathagar.com

লজ্জাবতী খায় না তবু
বারং বারই সাধে।
কতো পায়ের রিনিক-ঝিনিক,
হাজার চুড়ির দোলা
সেই না ক্ষণে কারেই না তা
করে আত্মভোলা।
একে-একে কনের মাথায়
রাখে সবাই হাত,
'চির সুখী হয় যেন সে'
করে আশীর্বাদ।
স্নানের কালে জল চৌকিতে
বসায় সবে মিলে,
জলে তারা ভেজায় তারে,
ছিটায় আমের ডালে।
চর্চিত করে সবে
তার তনু চন্দনে,
পুষ্পিত সৌরভ
মাখে কনে অঙ্গনে।
আলতা দেয় তার
কোমল ঐ চরণে,
আঁকে রেখা অধরে
রক্তিম বরণে।
ভরি-ভরি আভরণ
শোভা পায় গলে,

www.pathagar.com

সুর জাগে কাকনের
টুং-টাং তালে!
সজ্জিত করে বিছা
তার দেহলতা,
ললাটের টিপ বুঝি
আঁকে রূপকথা!
তব কানে ঝুমকো,
হাতে বাঁধা রাখী
নিক্বণে আজ তুমি
ছন্দিত সখী।
শেরওয়ানী-পাগড়ী
পরে আসে বর,
হৈ-চৈ করে সবে,
মাতে সারা ঘর।
পান আর শরবত
তারি লাগি আনে,
করে সবে কানাকানি
চাহি তারি পানে।
শ্যালিকারা তামাশা
করে তারি সনে,
কখনও বা বর হায়-
যায় বোকা বনে!
সেই ক্ষণে হাসিতে
মেতে ওঠে তারা,

www.pathagar.com

এ ওর গায়ে হায়-
লুটিয়েই সারা।
তারপর সেইক্ষণে
বিয়ে পড়ায় কাজী,
বর-কনে দু' জনেই
হয় যদি রাজি।
বাঁধা পরে দুটি হাত
জনমের তরে,
শিহরিয়া ওঠে কিবা
প্রাণেরই পরে।
চোখে-মুখে ফুটে ওঠে
পুলকের দীপ্তি,
রসদে মেটে সবার
রসনার তৃপ্তি।
অবশেষে নবোঢ়া
যায় যবে চলে,
প্রমোদের বাড়িখানি
ভাসে আঁখিজলে।
মা-বাবা ছেড়ে সে
যায় শ্বশুরালয়
এই তার নিজ ঘর,
নিজ দেবালয় ॥

মন্তব্যঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ০৭/১০/০৮ইং।

www.pathagar.com

(২৩)

সখী

পেয়েছি অনেক বন্ধু আমি
জীবন নামের হাটে,
মন তরীর ফেলেছি নোঙর
কত না মনের ঘাটে।
তাদের সনে হাসি-খেলায়
কেটেছে আমার বেলা,
মনাকাশে ভাসে আজি
বিষণ্নতার ভেলা।
যাদের আমি ভেবেছি আপন
হয়েছে তারা পর,
লোচনে তাই বৃষ্টি ঝরে,
মনে বহে ঝড়।
হয়তো কারো কুমন্ত্রণায়
বুঝিয়াছে ভুল মোরে,
পারিনি তাদের বাঁধতে আমি
ভালবাসার ডোরে।
ছিঁড়ে গেছে আজকে আমার
মরম বীণার তার,
করুণ সুরে বাজে সানাই
হয়ে বেদন ভার।
ছিল ওরা আমুদে সব
নহে কেহ কবি,

www.pathagar.com

পায়নি যে তাই দেখতে আমার-
মনের নীরব ছবি।
সখীরা মোর হাসে কেবল
লাস্যময়ীর মত,
সখার প্রানে মোহেরই জাল
বুনে অবিরত।
নহে ওরা আদর্শবান,
নহে ধৈর্যশীল,
তাই তো আমার সাথে ওদের
হয়নি মনের মিল।
বল বিধি, এমন কোন
পাপ করেছি ভবে ?
কেন তবে আমার সাথে
হিংসা করে সবে ?
ক্ষুদ্র মনের কবি আমি,
তুচ্ছ আমি অতি,
কেন তবে ঈর্ষাতুর
ওরা আমার প্রতি ?
সঙ্গীবিহীন রাজ্যে যখন
হয়ে গেলেম একা,
জীবন হাটে পেলেম তখন
কবি সখীর দেখা।
তাহার সাথে শুরু হল
ভাবের বিনিময়,

www.pathagar.com

হিংসুক সব লাস্যময়ীর
হল পরাজয়।
কবি সখী কথা বলে
মৃদু হেসে-হেসে,
তখন তাহার নয়নতারা
ছন্দে ওঠে ভেসে।
তারে কভু দেখিনা তো
লাস্যময়ীর সম,
চলন-বলন পবিত্র তার-
বচন উত্তম।
নবীন কবি আজকে আমার
হয়ে গেছে মিতা,
ওদের মত নও তো তুমি,
তুমি শুচিস্মিতা ॥

মন্তব্য ঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ২২/০৬/০৯ইং।

(২৪)

বৃষ্টি বিলাসী

আজি এ বরষার-
প্রথম দিনে,
কি যে কথা কব
আমি তোমারি সনে ?
শুনি আমি কার বাণী
পাংশু মেঘে!

www.pathagar.com

ছুঁয়ে যায় মোর প্রাণ
মৃদু ভাবাবেগে।
নাচিয়া উঠিছে জল
মনো সরোবরে,
আনন্দ শতদল
টলমল করে।
তারে শুধু খুঁজি-ফিরি
পাই না দেখা,
উদাসী এ হিয়া
আজি বড়ই একা।
সে কি কভু শোনে বল
আমারই বাণী?
যেই সুর মেঘে-মেঘে
করে কানাকানি।
কলেবরে রোদ্রের
কান্তি যে তার,
মোর গলে পরাবে কি
রামধনু হার!
মুখে তার মিটিমিটি
প্রণয়ের হাসি,
তারে বুঝি চায়
এই বৃষ্টি বিলাসী!

মন্তব্যঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ১৫/০৬/০৮ইং।

www.pathagar.com

(২৫)

ভবের পাগল

কি কব আজ পাগল ওরে,
কি কল হায় আজি?
প্রাণে তব কীসের বীণা
উঠিছে আজ বাজি।
ভবের পাগল বোঝে সবই
থাকে সেজে বোকা,
রাতে জ্বালায় প্রণয় আলো
হয়ে জোনাক পোকা।
আপন গলে আপন হাতে
পরলে কীসের ফাঁসি?
স্বপ্নে তব কাহার লোচন
উঠিছে আজ ভাসি।
কাব্যে তোমার ছন্দ নাহি
সবই গেছো ভুলে,
কল্পনাতে কাহার অলক
সাজাও নবীন ফুলে?
যখন তোমার মনাকাশে
উঠবে প্রেমের রবি,
পাগল তখন পারবে হতে
সত্যিকারের কবি।।

মন্তব্যঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ০৭/১০/০৯ইং।

www.pathagar.com

তোমার জন্মদিন

কি উপহার দেব বল
তোমার জন্মদিনে?
দিলেম কিছু কাব্য কথা
সকল মূল্য বিনে।
টাকা-কড়ি দিয়ে যারে
যায় না কভু কেনা,
বসুন্ধরার কাছে তব
থাক না কিছু দেনা।
আকাশ দিল স্বপ্ন তোমায়,
জীবন দিল হাওয়া,
সুখ সাগরে হোক না তব
প্রাণের তরী বাওয়া।
সূর্য দিল শক্তি তোমায়-
গন্ধ দিল ফুল,
পাখির ডানায় যাক্ না উড়ে
তোমার যত ভুল।
ধরায় তোমায় প্রীতির বাঁধন
হোক না অন্তহীন,
বলব আমি আজকে তোমার-
"শুভ জন্মদিন"॥

মন্তব্যঃ কবিতাটি রচনার সময়কাল ০৬/১০/০৯ইং।

www.pathagar.com

তানিয়া রহমান তনি ১৯৯১ ইং সনের ১লা সেপ্টেম্বর নওগাঁ জেলার খাস-নওগাঁ মহল্লায় (পৈত্রিক নিবাস বাচাড়ী গ্রাম) এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। সে মরহুম জনাব নাজিম উদ্দিন সরদারের নাতনী এবং নওগাঁ পৌরসভার সাবেক সচিব জনাব মনোয়ার হোসেন মিয়ার দৌহিত্রী। সে নওগাঁ প্রবাহ প্রি-ক্যাডেট নার্সারীতে প্লে-গ্রুপে শিক্ষা জীবন শুরু করে এবং দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত- উক্ত প্রি-ক্যাডেটে পড়াশুনা করে।

পরবর্তীতে নওগাঁ সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি প্রতিযোগিতামুলক পরীায় অংশগ্রহণ করতঃ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যায়ন শুরু করে এবং লেখাপড়ার ফাঁকে-ফাঁকে ছড়া-কবিতা লিখতে থাকে। সে চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়নকালীন 'দৈনিক করতোয়া' পত্রিকায় 'সবুজ আসর' বিভাগের সদস্য অন্তর্ভূক্ত হয় এবং নিয়মিতভাবে তার লিখা ছড়া, কবিতা, গল্প, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি 'দৈনিক করতোয়া'য় প্রকাশিত হতে থাকে। তার প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম 'মা' দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় ও তার কবিতা বাংলাদেশ শিশু একাডেমির 'শিশু' এবং 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকাতে ও প্রকাশিত হয়েছে। সে ২০০৫ সালে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করে। ২০০৮ সালে এস.এস.সি পরীায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীন গোল্ডেন (A+) এ প্লাস সহ বিজ্ঞান বিভাগে ট্যালেন্ট পুলে স্কলারশীপ অর্জন করেছে এবং বর্তমানে সে নওগাঁ সরকারী কলেজে দ্বাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এবং ২০১০ সালের এইচ.এস.সি বিজ্ঞান বিভাগের পরীার্থী। তার বাবা জনাব মোঃ আতাউর রহমান বাংলাদেশ বন বিভাগের একজন ডেপুটি রেঞ্জ অফিসার। তাকে কবিতা লিখার ক্ষেত্রে তার মা মিসেস আঞ্জুমান আরা (ছন্দা) উৎসাহ ও অনুপ্রেরনা যুগিয়েছেন। তার একমাত্র ছোট বোন তামান্না রহমান (তমা) নওগাঁ সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। তামান্না ২০০৯ সালে প্রাথমিক বৃত্তি পরীায় ট্যালেন্ট পুলে স্কলার শীপ অর্জন করেছে এবং লেখা পড়াসহ কার্যকলাপে বড় বোনকে অনুস্মরণ করছে।

তানিয়া ছড়া-কবিতা ছাড়াও প্রচুর গল্প ও ভ্রমণ কাহিনী লিখেছে যা পান্ডুলিপি আকারে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তার রচিত কাব্যগ্রন্থ 'নবযাত্রা' ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে এবং যাহাতে বিপুল সম্মান সংবর্ধনা অর্জন করেছে। 'অপরাজিতা'র পাঠক সমাজের একান্ত-সহযোগীতা তথা উৎসাহ অনুপ্রেরণাসহ প্রকাশিত বইটির ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের সুযোগ দান করলে ভবিষ্যতে এইসব গল্প ও ভ্রমণকাহিনী পুস্তক আকারে প্রকাশ করার অভিলাষ তার রয়েছে। সে নওগাঁ জেলার আবৃত্তি পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত। সে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে ভালোবাসে। ইত্যবসরে যুগান্তর স্বজন সমাবেশ কুইজ প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারসহ বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। সে লেখা-লেখির পাশাপাশি অবসর সময়ে ছবি আঁকে, অভিনয় করে এবং সংগীত চর্চা করতে ভালবাসে। সে ছোট বেলা থেকেই বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছে এবং এখনো ভ্রমণ করতে খুব পছন্দ করে। সে ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হয়ে আর্ত-মানুষের সেবা করতে চায় এবং পাশাপাশি তার এই লেখালেখির চর্চাও চালিয়ে যেতে চায়। সমগ্র দেশবাসীর নিকট এই ক্ষুদে কবি দোয়াপ্রার্থী।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩।
ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১।

www.pathagar.com